কলকাতা শহরে হঠাৎ শীতের প্রকোপ, তোমার কেমন লাগছে (অনুচ্ছেদ) ক্লাস ৭-৮

(আরএস৪এনডি৮)

শীতের শেষে শীতবন্ধু তুমি এত রেগে গেলে কেন গো! তোমাকে এবারে কি ঠিকমত স্বাগত জানানো হয়নি? ইস্! শীতবন্ধুর রাগ দেখেছ! শীতবন্ধু একেবারে তড়িঘড়ি হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে তর্জিয়ে গর্জিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে। সূর্যিমামাতো শীতের চন্ডালরূপ দেখে সিঁটিয়ে এইটুকুটি হয়ে গেছে। তা এবারে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। 'আমলকি ডাল সেজেছে কাঙাল...' সত্যি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কী অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি, আমার জানলার পাশে একেবারে পাতা ঝরিয়ে বসে আছে গাছটা। ইস্ ! ওরও বোধহয় বড্ড শীত করেছে, কাল হাঁটতে বেরিয়ে দেখি রাস্তার ঘুম ভাঙতে বড্ড দেরি হচ্ছে। গাড়িদেরও যেন তাড়া নেই যে জানান দেবে রাস্তাকে 'ও ভায়া সকাল হল উঠতে হবে তো'। বেরোবার আগে বেশ ভাল করেই নিজেকে আপাদমস্তক মুড়িয়েছি তবুও শীত লাগছে। ঠোঁটেও যেন একটু বেশী করে ক্রীম মাখতে হচ্ছে। ফুটপাথের কোনায় কুকুরছানা লালি, কালি মায়ের পেটের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। চায়ের দোকানে রতনকাকু তখনও লেপের ভিতরে। বেলা বাড়তেই ঝিলের মধ্যে মাছেরা বুরবুরি কেটে রোদ্দুরকে বলল, 'আচ্ছা, রোদভায়া তুমি এত দেরি করে আসো কেন ভাই আমাদের যে বড় ঠান্ডা লাগে।' রোদ্দুর বললে, 'মাঠ ঘাট পেরিয়ে আসি তো ভাই।' এর মধ্যেই বৃষ্টি ভায়াও বেশ শীতের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। তাই প্রকৃতি একেবারে ভিজে শান্ত হয়ে বসে আছে। খবরের কাগজে কাশ্মীরের আর টাইগার হিলের বরফের মোড়কে মোড়া পাহাড়গুলো এক কথায় একেবারে বিস্ময়কর। পাশাপাশি সেই দরিদ্র রুক্ষ মানুষদের কী নির্মম অবস্থা! তাদের শীতের থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন হল জানু ভানু কৃশানু। তবে যাই বলো তোমার রাগের জন্যে কিন্তু এইবার কোলকাতায় বসে দার্জিলিংকে অনুভব করছি। তুমি এরকম মাঝেমাঝে রেগে যেও তাহলে তোমার মেজাজকে আমরা উপভোগ করব।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪